E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(2): 94-97
Received: 14-01-2021
Accepted: 17-02-2021

Sarita Biswas
Resources Person, Department of Bengali, MGGC, Mayabunder, Andaman Island, India

Dr. Gouri Bepari
Resources Person, Department of Economics, MGGC, Mayabunder, Andaman Island, India

Dr. Parbati Bepari
Resources Person, Department of Economics, MGGC, Mayabunder, Andaman Island, India

Corresponding Author:
Sarita Biswas
Resources Person, Department of Bengali, MGGC, Mayabunder, Andaman Island, India

পল্লী জনমনের কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari

সারাংশ:
১৮৭৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর শরতচন্দ্র প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম প্রাচীন গ্রাম দেবানন্দপুরের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কুন্তলিন পুরষ্কার প্রাপ্ত গল্পটি গ্রামীণ জীবন, গ্রামীণ মাটি এবং গ্রামীণ জনমত সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমুদ্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। সে কারণেই আমরা তাঁর সাহিত্য সাধনায় গ্রামীণ বাংলার সবচেয়ে নিখুঁত চিত্র পাই।

মূল শব্দ: কথক শরৎচন্দ্র, পল্লী জনমান, দেবানন্দপর।

ভূমিকা:

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপরে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর বাল্য ও কৈশোরের মাত্র অল্প কয় বছর এই দেবানন্দপুরে অতিবাহিত হয়। দেবানন্দপুর থেকে শরৎচন্দ্র পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন ভাগলপুর মামার বাড়িতে। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের খেলাধুলা ও বিদ্যাশিক্ষা ভাগলপুরেই হয়। কিন্তু ১৮৮৯ সালে তিনি আবার পরিবারের সঙ্গে দেবানন্দপুরে চলে আসেন। এই দেবানন্দপুরে বসেই কথাসাহিত্যকি শরৎচন্দ্রর সাহিত্য সাধনার পথে প্রথম আকৃষ্ট হন। তাই এই দেবানন্দপুরের অনেক ছবি আমরা তাঁর সাহিত্যে স্মৃতির আকারে পেয়ে থাকি। দেবানন্দপুরের স্মৃতি ছাড়াও শরৎচন্দ্র তাঁর সম্পূর্ন জীবনের বাস্তব ঘটনা স্মৃতির আকারে সাহিত্যরে মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

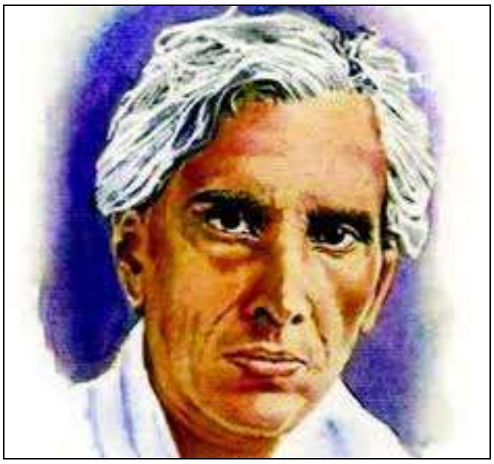

শরৎচন্দ্রের জীবনের ছোট বড় কথা: দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। সেই দেবানন্দপুরে, যে দেবানন্দপুরে বসে রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষা শিখেছেন, এবং গুনগান গেয়েছেন দেবানন্দপুরের রায়গনাকরের ভাষায়-

“দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতের নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী”।।

শরৎচন্দ্রের ছোটবেলায় ডাক নাম ছিল ন্যাড়া। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অভাবের কারনে তাঁর পরিবার তাঁর মামা বাড়ি ভাগলপুরে আসার পরে তাঁর এই ন্যাড়া নাম আর বেশি দিন থাকে নি। ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্রকে ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেনিতে ভর্তি করানো হয়। ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ হয়ে,ইংরেজি স্কুলের সপ্তমশ্রেনীতে ভর্তি হয়। এবং বছরের শেষে তিনি ক্লাসে প্রথম হয়ে ডবল প্রমোশন পান। ১৮৮৯ সালে শরৎচন্দ্র পরিবারের সঙ্গে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে আসলে, তাঁর লেখাপড়া চলতে থাকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে।

ছেলেবেলা থেকেই শরৎচন্দ্রর গল্প বলা এবং শোনার দিকে বিশাল ঝোক ছিল। এছাড়াও তাঁর আগ্রহ ছিল থিয়েটারের দিকে। থিয়েটারের তিনি গল্প লিখতেন এবং পুরস্কার আদায় করতেন। স্থানীয় জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয়ের পুত্র অতুলচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের এই গল্প বলার বা লেখার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য থাঁর প্রতি গভির ভাবে আকৃষ্ট হন। এই ভাবে গল্প লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলতে থাকে।

সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে পরিবারের অভাব অনটনের সঙ্গেও কঠোর সংগ্রাম চলিয়ে যেতে হয়। ১৮৯২ সালে তাঁর ঠাকুরদাদা পরলোক গমন করলে সংসারের অনটন আরও প্রবল হয়। তাই নিদারুণ অর্থাভাবের কারনে তাঁর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে। শরৎচন্দ্র জীবনের প্রথম দিকে সংসারে ধ্যান দেন নি, তাই দেখা যায় তিনি প্রায় সময়ই ঘরে ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দেশে বেড়িয়ে যেতেন।

কলেজ জীবনে শরৎচন্দ্রের মেধা থাকা সত্ত্বেও অভাব অনটনের কারনে এফ.এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি। টাকার অভাবে তিনি যে ফি দিতে পারেন নি, তা তিনি অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। ১৯১৯ সালে ২৪শে আগস্ট তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,- ‘বড় দরিদ্র ছিলাম- ২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর দাও, তা’হলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস করেই দিন কাটবে’।

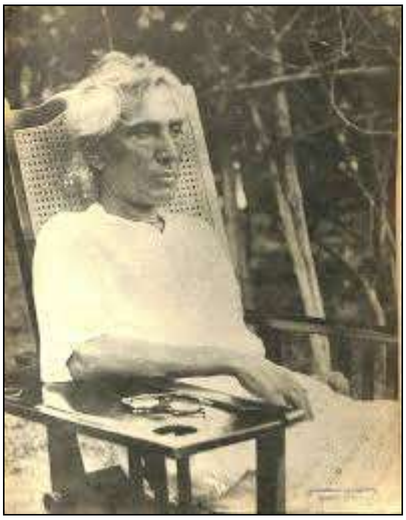

১৮৯৫ সালে শরৎচন্দ্রের মা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হলে তাঁর পিতার পক্ষে আর শ্বশুর বাড়িতে থাকা সম্ভব হল না। পুত্র কন্যা নিয়ে তিনি খঞ্জরপুর পল্লীতে একটি খোলা বাড়ী ভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। অবশেষে

নিদারুণ অর্থকষ্টের কারনে মতিলাল বাধ্য হয়ে ১৮৯৬ সালে ৯ নভেম্বর দেবানন্দপুরের বসতবাড়ি বিক্রি করে দেন। শরৎচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলেজ ছেড়ে শেষে বনেলী এস্টেটে সামান্য বেতনে একটি চাকরী করতে শুরু করেন।

আগেই বলেছি, ছোটবেলা থেকে শরৎচন্দ্রের গান বাজনাও অভানয়ের প্রতি ঝোক ছিল। তাঁর এই গান বাজনা ও অভিনয়ের দলের সঙ্গি ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গী রাজু অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথ। রাজু ছিল শরৎচন্দ্রের গান বাজনার গুরু। এই গান বাজনার পাশাপাশি চলতে থাকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা। খঞ্জরপুরে থাকার সময়ই শরৎচন্দ্র তাঁর সমবয়সিদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'সাহিত্য-চক্র'। এবং এইখানেই চলতে থাকে তাদের লেখালেখি। অবশেষে পড়াশুনা বাদ দিয়ে পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র আশ্রয় নিলেন সাহিত্য জগতে।

১৯০২ সালে যখন শরৎচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়, তখন শরৎচন্দ্র মজঃফরপুর থেকে চলে আসেন ভগলপুরে, বহু কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধকার্য করে, নাবালোক ভাই বোনদের নিয়ে শরৎচনদ্র লালমোহনের অধীনে ৩০ টাকা মাইনে একটা কাজ শুরু করলেন। হাইকোর্টের যে সব আপিল কেস পেত, সেই সব কেসের হিন্দি হতে ইংরেজীতে অনুবাদ করাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাজ। এই সময়ই শরৎচন্দ্র 'মন্দির' নামক ছোট গল্প লিখে 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র গেলেন রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে এসে তিনি উঠলেন তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৫৬ ও ৫৬/এ লিউইস স্টীটের বাড়িতে। কিন্তু অঘোরনাথ হঠাৎ ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শরৎচন্দ্র নিরাশ্রয় হয়ে পরেন। সেখান থেকে হঠাৎ পেগুতে যাওয়ার সুযোগ পেলে তিনি পেগুতে গিয়ে মিঃ সি কে সরকারের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর গেলেন পেগুর বিখ্যাত অ্যাডভোকেট মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে।এখানে শরৎচন্দ্র তাঁর মৎস এবং পশু লিকার করার স্বাদ পুরণ করলেন। পেগু থেকে তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করলেন রেঙ্গুনে। এখন রেঙ্গুনে মিঃ এম.কে মিত্রের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন তিনি। কিন্তু কিছু কারনে তাঁর আর মিঃ এম.কে মিত্রের বাড়িতে থাকা হল না, তাই তিনি একটি মেসে গিয়ে থাকতে শুরু করলেন। এই রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্র বেশির ভাগ সময়ই কাটাতেন বোটাটং-পোড়ানডং অঞ্চলে। এই অঞ্চলে তখন বেশির ভাগ সব শহরের কলকারখানার মিস্ত্রীরাই বসবাস করতো।শরৎচন্দ্র এদের সাথে গল্প করতেন। এই মিস্ত্রী পল্লীতে থাকার সময় যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেই বাড়ির নিচের তলায় এক মিস্ত্রী বাস করতো তাঁর শান্তি নামে এক মেয়ে ছিল, সেই মিস্ত্রী তাঁর মেয়ের বিয়ে এক বুড়ো ও মাতাল মিস্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন, কিন্তু শান্তি দেবী বিয়েতে রাজি না হয়ে শরৎচন্দ্রকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বলেন। শরৎচন্দ্র তখন শান্তি দেবীকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর এই বিবাহ দীর্ঘ স্থায়ি হয় নি, বিয়ের অল্প দিনের ভিতর তাঁর এক বছরের শিশু পুত্র ও শান্তি দেবী দুজনেই প্লেগ রোগে মারা যান।

এর কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্র পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহ করেন; রেঙ্গুনের কৃষ্ণদাস অধিকারীর মেয়ে মোক্ষদাকে। বিয়ের পর মোক্ষদার নাম রাখা হয় হিরন্মী দেবী। এই হিরন্ময়ী দেবী ছিলেন শরৎচন্দ্রের দুঃখের চিরসাথী। স্বামীর সুখ ও সৌভাগ্যে হিরন্ময়ী দেবীর কোন অংশ ছিল না। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীর সেবা করেই হিরন্ময়ী দেবী সুখ লাভ করতেন। হিরন্ময়ী দেবী লেখা পড়া জানতেন না, শরৎচন্দ্রই হিরন্ময়ী দেবীকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। হিরন্ময়ী দেবীর লেখাপড়ার কথা শরৎচন্দ্র ৯/৮/১৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন –'ইনি দিনরাত জপতপ পুজো আর্চা নিয়েই থাকেন, একটু আর্ধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্ত কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে ব'লে যাই, তুমি লিখে যাও- স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না।বরং লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বারের ঐ টানটা ফোঁটার ভিথর দিয়ে দেব, না বাইরে দিয়ে।'

শরৎচন্দ্র জীবনের শেষ কিছু বছর কাটান হাওড়ার শিবপুর লেনের অন্তরগত বাড়িতে। ১৯৩৭ সালের পর থেকে শরৎচন্দ্রের শারীরিক অবস্থা তেমন একটা ভালো কাটে না। অনেক চিকিৎসা করানোর পর ধরা পরে, তাঁর

যকৃতের ক্যান্সার হয়েছে।শরৎচন্দ্রের এই অসুস্থতার কথা জেনে সমগ্র দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, সংবাদপত্রে প্রতিদিন নানা উদ্বেগজনক সংবাদ বের হতে থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে পত্রের মাধ্যমে জানান,- 'সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।'

অনেক চিকিৎসা করানোর পর ও শরৎচন্দ্র আর সুস্থ হলেন না, ১৯৩৮ সালে ১২ই জানুয়ারী ললিতামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক চিকিৎসক শরৎচন্দ্রের পেটে অস্ত্রপ্রহার করেন, তবু ও শরৎচন্দ্রকে আর বাচানো সম্ভব হয় না, অবশেষে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে বেলা দশটার সময় ৬১ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপসংহার:

কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত কথা সাহিত্যকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা জগৎ ও জীবনের ছোট বড় ঘটনাকে সুন্দর ভাবে তাঁর রচনায় কথার সূত্রে বেধেছেন। তাই তো তিনি হলেন আমাদের কথা সাহিত্যকি। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার বা সাহিত্যরে ইতিহাসে তাঁর এই অপ্রতিদ্বন্দী জনপপিয়তার জন্যই তিনি "অপরাজেয় কথাশিল্পী" নামে বিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "নারীর মূল্য", ISBN 978-81-295-2090-6,দে'জ পাবলিশিং
2. ড. অজিতকুমার ঘোষ, "শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, ISBN-81-7079-243-6,দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা,৭০০০৭৩
3. Bn.vikaspedia.in>education
4. Bn.m.wikipedia.org> wiki> শরৎচন্দ্র.....